জঙ্গল

অমল দত্ত

সাতের দশক, ওরা তখন সব তেইশ চব্বিশের দল। দূর দূর গ্রাম থেকে আসা বিপ্লবীদের সৃষ্ট মুক্তাঞ্চলের হাওয়া তখন গায়ে লাগলে সবাই কিছুদিনের জন্যে বিপ্লবী হত। ওরাও কিছুদিন বিপ্লবের বুলি ফ্রেজ ইডিয়ম আওড়েছিল, তারপর থেমে গেছিল। তখন অবশ্য বিপ্লবের হাওয়া একটু একটু করে বাঁকতেও শু করছিল। মহীতোষ বলল, ধ্যুত ক্ষেত তৈরি হয়নি। তৈরি হলে ইতিহাস সময় মত বড় মাপের কাউকে পাঠাবে যে আমাদের চেয়ে ঢের বড় তো বটেই এমন কি নিজের চেয়েও ঢের বড়। তারপর বিপ্লব বাক্সবন্দী করে শহীদ মিনারের তলায় গর্ত করে পুঁতে রেখে এসেছিল।

এই সময় ওরা একটা বাংলা ছবি দেখে। ছবিতে ছিল চারবন্ধু একবার এক জঙ্গলে গিয়ে হাজির হয়, দিন কয়েকের ছুটি কাটাতে। সেখানে চার বন্ধুর যা খুশী কর, যেমন খুশী চল গোছের দিন কাটানো দেখার পর থেকেই জঙ্গল তাদের ডাকছিল।

তিন বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কল্লোল ছিল প্রকৃতিপ্রেমিক, আর দুই বন্ধুর চেয়ে গাছপালা সে কিছু বেশি চিনত। নবাণ বলত সে ডবল্যু ওয়ান। অবশ্য মদ সে তখন পর্যন্ত কয়েক লিটারের বেশি খায় নি। এরকম বলতে সে ভালবাসত। তৃতীয় বন্ধু মহীতোষ বলত, আমি নারী প্রেমিক। মহীতোষও অবশ্য তখন পর্যন্ত কোন প্রেম করেছে বলে দুই বন্ধু জানত না, তবে সে এরকম বলত।

তখন শীতের শেষ। চত্রধরপুর স্টেশন থেকে রাঁচিগামী বাসে চেপে হাজার তিন ফুট উঁচুতে হেসাডির পাহাড়ি বাংলোয় গিয়ে যখন নামল, তখন প্রথম বিকেলের রোদ পড়ে বাংলো আর বাংলোর হাতা ঝলমল করছিল। বাসরাস্তা থেকে বাংলো পর্যন্ত রাস্তা ছোট ছোট বেলে পাথরের, এই হাত কয়েক। বাংলোর চারপাশে লালচে রংয়ের পাথুরে মাটি, কোথাও বা অল্প ঘাস।

বাংলোর বারান্দার মুখে এসে দাঁড়াতেই একজন লোক এসে তাদের সামনে এসে হাজির হল। লুঙ্গি পরা, গায়ে একটা মোটা গেনজি।

মালপত্তর হাত থেকে মাটিতে রেখে নবাণ জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বাংলোর চৌকিদার?

সে মাথা নাড়ল।

--তোমার নাম কি ভাই?

--দশরথ।

--এখানে ঠান্ডা কেমন দশরথ?

--শীত চলে গেল, ঠান্ডা কোথায়?

পাহাড়ি জায়গা বলে মহীতোষের একটু ভয় আছে। সে খোঁজ নিল, সাপ-টাপ আছে?

পাহাড়ি জঙ্গল, সাপ থাকবে না?

--বেচেছ?

--বেরবে, আর কটা দিন। তবে ওরা জঙ্গলেই থাকে।

মহীতোষ বলল,সাপ আমি নাৎসীদের মত ঘৃণা করি। তুমি নাৎসী জান?

দশরথ আলুর মতে গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে রইল।
--হিটলারের নাম শুনেছ?
--সাপ মারত?
--না। না। তার চেয়েও ভয়ংকর।
--সাপ হিটলার এসব ভয় করে কি লাভ আছে, ওরাও থাকবে, আমরাও থাকব।
নবাণ বলল, ভাই দশরথ মালপত্তর নিয়ে এরকম দাঁড়িয়ে আছি কেন? ঘরটা খোল।
দশরথ কিছু বলার আগেই দশ টাকার একটা কড়কড়ে নোট তার হাতে গুঁজতে গেলে, সে কাঁধের ডান দিকে বাঁ দিকে ম াথা নাড়ল। সে জানাল, বুকিংয়ের রসিদ ছাড়া বাংলো খোলার হকুম নেই তার।
কল্লোল বলল, ভাই এসে যখন গেছি, কি করা যাবে?
চত্রধরপুর যাওয়ার বাস আছে, সাতটায়, ফিরে যান।
কল্লোল বলল, ফিরে যাব তা কি হয়, কোথায় কলকাতা কোথায় হেসাডি?
মহীতোষ দশরথের ডান দিকে সরে গিয়ে বলল, ফেরার বাস আজ আসবে না। তারপর দশরথের ডান হাতটা মুঠো সহ তুলে ধরে দুটো কড়কড়ে দশ টাকার নোট গুঁজে দিল।
মুঠো করা হাতে দশরথ বলল, ইনস্পেকটর আসলে বলবেন, ফেরার বাস ছিল না।
বাংলোর দরজা জানলা সব হাট হয়ে খুলে গেল। খাটিয়াগুলো জায়গা মত চলে গেল।
মালপত্তর ঘরের কোণে রেখে নবাণ বলল, আমি থ হয়ে গেছিলাম যে নোট কথা বলে না। মানুষ দশরথ কি নোটের চেয়ে বড়?
কল্লোল বলল, ভাগ্যিস দুর্নীতি আছে। ভগবানকে ধন্যবাদ।
নবাণ বলল, ছবিতে কিন্তু এরকমই বাংলো পেয়েছিল।
কল্লোল বলল, ছবি থেকেই বাস্তবে আসে, আবার বাস্তব থেকে ছবিতে। আমরাও আর্দ্ধেকটা বাস্তবের আর্দ্ধেকটা ছবির।
মহীতোষ বলল, জঙ্গলে এসে মনে হচ্ছে এখন সিকসটি ঃ ফোরটি।
এক সাঁওতাল রমণী এসে ঘরে ঢুকে, ঘর-বারান্দায় ধুলোবালি ঝাঁট দিয়ে ঝাড়ুটা ঘরের কোণে রাখল।
মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, দশরথ কে হয় তোমার?
--আমি বউ।
--চা খাও?
--কভী কভী খাই, গাছের ছাল দিয়ে।
--কোন গাছের ছাল?
--নাম জানে না।
--আমরা চা এনেছি খাও, বলে কল্লোল থলে থেকে চা চিনি দুধের প্যাকেট বার করে দশরথের বউর হাতে দিল। তোমার নাম কি? কল্লোল জিজ্ঞেস করল।
--লক্ষ্মী,বলে সে প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে চলে গেল।
ছবিতে যে কাজের বউটি ছিল তারও নাম ছিল লক্ষ্মী। ছিপছিপে লাউডগার মত শরীরের গড়ন ছিল তার! সে ছিল বলিউডি সাঁওতাল, যাকে দেখছে সে আপাদমস্তক এই মাটির। দেখেই মনে হয় শরীরে লাল মাটি কাঁকড় ঘাস আছে।
মহীতোষ গা এলিয়ে দিল খাটিয়ায়। অন্যেরাও বসা থেকেই শরীরটা খাটিয়ায় চিত করল। পথশ্রমে ক্লান্ত ওদের চোখ বুজে এসেছিল সাথে সাথে। কতক্ষণ চোখ বুজেছিল কে জানে।
কেটলি থেকে চা ঢালার আগে লক্ষ্মী যখন টেবিলে কাপ প্লেট সাজাচ্ছিল, শব্দে ওদের চোখ মেলে গেল।
লক্ষ্মী কাপে কাপে চা ঢেলে হাতে হাতে দিল।
কল্লোল উঠে গিয়ে থলে থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বার করে লক্ষ্মীর হাতে ক'খানা দিয়ে দিল।
বিস্কুট কেটলি হাতে করে লক্ষ্মী চলে গেল।

চা-টা সবাই খাচ্ছে। নবাণ মহীতোষকে জিজ্ঞেস করল,চা কেমন খাচ্ছিস?
--আর চা, ভেবেছিলাম ছবির মত দেখতে শুনতে একা ফ্রি-গিফট পাব, এ একেবারে উলটো, ধ্যুত বেড়ানোটা আট আনাই মাটি।
নবাণ বলল, কথা বললে তো মন্দ লাগে না, খারাপ কি?
ওরা চা-টা শেষ করে ঘর থেকে বেল আশপাশটা দেখবে বলে। বাংলোর পাশের রাস্তায় হাঁটছিল। রাস্তার এক ধারে শাল-সেগুনের ঘন জঙ্গল থেকে একটা পাখি ডাকছিল, না শোক করছিল কে জানে।
কল্লোল বায়নাকুলারে খুঁজছিল পাখিটা কোথায়। রোদে ঝলমল করছে জঙ্গল। পাহাড় জঙ্গলের মাথা থেকে বায়নাকুলারটা নামাতে দেখল, জনা কয়েক সাঁওতাল পুষ রমণী চৌবাচ্চার মত আয়তাকার ছোট ছোট গর্তে হাঁটু সমান জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাঠের ডোঙ্গা হাতে জলের ভেতর থেকে কি তুলছে।
ঋতুবদলের শু বলে গাছের পাতা ঝড়তে শু করেছিল, খসখস করে পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে দেখল কাঠের ডোঙায় সব গর্তের তলা আর দেয়াল চেঁচে কাঁকর মাটি তুলছে, লালচে মাটিতে কি খুঁজে চলেছে। এত রমণী কলাপাতায় কি রাখছে, কণা কণা সোনা যেন--
মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, কি জিনিস, সোনার মত--
--সোনাই।
--এখানে সোনা এল কি করে?
--আগে এখানে নদী ছিল, নদী চলে গিয়ে বাংলোর পেছনে চলে গেছে।
এতটা সরে গেছে, বিস্মিত মহীতোষ জিজ্ঞেস করল, কি নদী?
নদীটার নাম রমণীর মুখে এসেও যেন ঠোঁটে আসছিল না, পাশের পুষটি বলল,সুবর্ণরেখা।
সেই সুবর্ণরেখা যা ওরা ঘাটশিলায় দেখেছে, সোনাপাওয়া যেত বলেই নাকি সুবর্ণরেখা নাম।
নবাণ বলল, এ তো এল ডোরাডোর দেশে এলাম।
কল্লোল তার ক্যামেরায় সাঁওতাল পুষ রমণীদের ছবি তুলতে তুলতে বলল, সে এক রূপকথার দেশনা? দেশটা কোথায় রে?
নবাণ বলল, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরের কোন দেশ,কলম্বিয়া হতে পারে যেখানে নতুন রাজা অভিষেকের সময় সোনার গুঁড়ো সারা গায়ে মেখে সরোবরে ঝাঁপ দিয়ে মা পৃথিবীকে উৎসর্গ করত গায়ের গুঁড়ো সোনা। তাঁর দেখাদেখি প্রজারাও হাতে করে সোনা পার গুঁড়ো জলে ফেলত, এরকম লোককথায় বিশ্বাস করে স্পেনীয়রা বহুবার সেসব দেশে অভিযান চালিয়েছিল, সোনার খোঁজ যদি পায়।
সোনা কটুকু পাচ্ছে দেখার জন্যে ওরা কৌতূহলে দাঁড়িয়েছিল, মাঝে মাঝে কারো কারো ডোঙায় মুগের দানার মত ছোট ছোট কণার মত উঠছিল। ওরা বাংলোয় ফিরে এল। দশরথ বাংলোর হাতা থেকে তখন আগাছা সাফ করছিল।
মহীতোষ জিজ্ঞেস করল, রাতে কি খাব দশরথ?
--মুরগী খান।
--মুরগী তোমার আছে?
--যা আছে, ডিম দেয়।
--তাহলে কোথায় মিলবে?
--সাঁওতাল বস্তিতে যান। বাংলোর পেছনে খানিকটা হাঁটলে নদী দেখবেন। নদী পার হলে বস্তি পাবেন।
সাঁওতাল বস্তির কথা শুনে তিনজনেই সমান উৎসাহী হয়ে উঠল যাবার জন্যে। মহীতোষের উৎসাহ বস্তিতে সাঁওতাল যুবতী বা কিশোরীর দেখা পাবে। নারী ছাড়া পৃথিবীর কোন এলাকায় আছে ভাবলে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। নবাণের অনেক দিনের ইচ্ছে হাঁড়িয়া মহুয়া খেয়ে মেতে উঠবে। আর কল্লোল নদী আছে শুনে মনে মনে নাচতে শু করল। পাহাড়ি নদী, তার মানে গীতও আছে। এসব, ওরা অন্যদের মুখেও শুনেছে, লেখকদের অনেকের লেখায় ও পড়েছে। ওদের কল্পনাই যেন এখানে বাস্তবে রয়েছে।

বাংলোর পেছনে শাল সেগুনের ভেতর দিয়ে যেতেই দেখল দূরের আকাশটা লাল। কি ব্যাপার? একটু পা চালিয়ে যেতেই দেখে এক পলাশ বন। ফাটাফাটি সব লাল রংয়ের পলাশ ডালে ডালে। কল্লোল মাটি থেকে পলাশ কুঁড়োতে শু করল। দেখাদেখি ওরাও হাত ভরতি করতে শু করল। খেলতে খেলতে পলাশ বনটার মায়ায় আটকে যাচ্ছিল ওরা। ওদিকে সূর্য কাত হয়ে পড়ায় পশ্চিমের রোদ বনের মাথায় উঠে গেছিল।

কল্লোল জিজ্ঞেস করল, বলতো সূর্য অস্ত যায় কত ডিগ্রীতে?

নবাণ বলল, তুই বল।

--সাড়ে তের ডিগ্রী।

মহীতোষ বলল, বস্তিতে গেলে চল, এরপর হুট করে সব অন্ধকার হয়ে যাবে।

কল্লোল বলল, একটু বাদেই আকাশে আজ হেডলাইটের আলো দেখবি।

মহীতোষ ওদের কথায় কান না দিয়ে বন থেকে বেরিয়ে আসতে ওরাও পেছু নিল। কয়েক পা যেতেই নদী। প্যান্ট গুটিয়ে নেমে গলা জলে পা দিতেই বুঝল জলের তোড় আছে। ওরা পাথরে পাথরে থাবা ফেলে ফেলে চলছিল।

কল্লোল ধুম জলের ওপর এক উচুঁ পাথরে বসে পড়ল।

ওরা থেমে গেল।

কি হল? নবাণ জিজ্ঞেস করল।

চারদিকে পাহাড় জঙ্গল মাঝে নদী, বসার এমন চেয়ার আর কোথায় পাব?

নবাণ বলল, ও এখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ হয়ে গেছে।

পারে উঠে বস্তির দিকে যেতে যেতে মহীতোষ বলল, তোর মনে হয় কল্লোলের নারীর চেয়ে প্রকৃতির টান বেশি--

--কে জানে?

--আমার কিন্তু মনে হয় পুরোটাই ন্যাকামো। নারীর চেয়ে আকর্ষণীয় কি আছে পৃথিবীতে?

--আমার তো মনে হয় মদের কাছে আর কিছু লাগে না। মদ পেটে পড়লে তোর মনে হবে চারপাশের মানুষকে জড়িয়ে ধরে ভালবাসা দিই।

মানুষ না মানুষী? জিজ্ঞেস করল মহীতোষ।

--মদ খেলে মনে হবে তুই কত বড়। একটা পর্বত শৃঙ্গ।

মহীতোষ বলল, সত্যি বলতে কি তিনটেই আমাদের ফ্যানসি।

কথা বলতে বলতে ওরা সাঁওতাল বস্তিতে এসে গেছিল। এই সময় বস্তির ওপরে চাঁদ উঠল। বিভূতিভূষণের চাঁদ ও প ারেনি এত আলো ঢালতে, ছবির মত করে সাজানো পর পর সব বাড়ি। মাটি দিয়ে লেপা ঘরের দেওয়াল। উঠোনও কি তকতকে, লাল ঝুঁটির একটা মোরগ খুটে খুটে ধান গম খাচ্ছিল উঠোনে, সে কক্ কক্ করে হল্লা শু করল।

তাদের দিকে পেছন ফিরে উঠোনে কাজ করছিল যে সাঁওতাল রমণী, সে চকিতে ঘাড়ের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল।

মহীতোষ জিজ্ঞেস করল, মুরগী বেচবে?

--বেচব।

--কোথায় মুরগী তোমার?

বারান্দায় উঠে একটা কাঠের বাক্স থেকে কয়েকটা মুরগী বার করে দেখাল। কত করে, মহীতোষ জিজ্ঞেস করল।

--পনের টাকা।

--দাম বেশি।

--কাল হাটবার গিয়ে দেখবেন।

--হাটে অনেক মুরগী আসে?

--আসবে না? কত মানুষ হয়?

--নবাণ জিজ্ঞেস করল, তোমরা বাংলা শিখলে কোত্থেকে?

--এখানকার মানুষ সব চত্রধরপুর যায়। সেখানে হাট-বাজার করে। কাজ করে বাড়িতে বাংলা পড়ে অনেকে।

নবাণ বলল, তিনটে বাঁধ।
মহীতোষ নবাণকে বলল, দুটো কর।
--রাতে দুটো সকালে একটা।
মহীতোষের ইচ্ছে কাল সকালে একবার আসে। সাঁওতাল যুবতী বা কিশোরী যারা আজ রাতেও একটু ফুটবে, এমন ক াউকে তো দেখল না। সব ঘরের মধ্যে। এদের ছাড়া এই পাহাড় জঙ্গল নদী পলাশ বনের কি অর্থ হয়।
নবাণ বলল, কাল বেলায় ঘুম ভাঙবে, তারপর স্নান খাওয়া দাওয়া করে হাটে যেতেই দুপুর গড়াবে। কখন আসবি?
--দেখবি কাল দিন বড় হয়ে গেছে।
--কেন? নবাণ জিজ্ঞেস করল?
--আমরা চাইলেই হবে। এটা আমাদের মুত্তাঞ্চল।
হাঁড়িয়া আছে? নবাণ জিজ্ঞেস করল সাঁওতাল রমণীকে।
--না।
--মহুয়া?
--এখনো মহুয়া ভাল ফোটেনি, বলে সে পাশের ঘর থেকে দুটো মহুয়ার বোতল নিয়ে এল। পাশের ঘরের সাঁওতাল বউটি বারান্দায় এলে মহীতোষের একটা কথাই মনে হল বিপ্লব হলে এরা হয়তো আর একটু ফুটত। পোকা যেমন গাছের পাতা খায় দারিদ্র তেমনি ওদের হাড় মাস যৌবন খেয়ে নিচ্ছে। যাবার আগে প্যারি কমিউনের মন্ত্র দিয়ে যাব ওদের ক ানে।
দাম চুকিয়ে ওরা মুরগী নিয়ে ফিরছিল। চারদিকে কি জোৎস্না। ওরা মদ ছাড়াই মাতাল হয়ে যাবে।
নদীতে এসে দেখে কল্লোল নেই।
নবাণ বলল, বাংলোয় ফিরে গেছে।
মহীতোষ এপাশে ওপাশে চোখ ফিরিয়ে দেখল একটা পাথরের ওপর কল্লোলের জামা। সে একটা মুরগীর পেটে একটা র াম চিমটি কাটল। মুরগী তিনটে কক্ কক্ কক্ কক্ করে ডানা ঝাপটাতে শু করল। কল্লোল একটা মস্ত পাথরের পেছন থেকে উঠে এল। সারা গা-মাথা থেকে জল গড়াচ্ছে।
--কি ব্যাপার? কল্লোলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল নবাণ।
--জলের কাছে কান নিয়ে নদীর গান শুনছিলাম। একেবারে আলি আকবরের সরোদ। এক এক পাথরে এক এক রকম গ ান। আর একটা পাথরে যেতে গিয়ে পা হড়কে গেল। প্যান্টসুদ্ধ পা অনেকটা ডুবে গেল, ভাবলাম স্নানটাই সেরে নিই।
মহীতোষ বলল, কাল এই নদীতে আমাদের স্নান আছে।
কল্লোল উঠে ভেজা প্যান্টটা খুলল, গায়ের শুকনো জামাটা কোমরে বেড় দিয়ে নিল।
নদী পার হয়ে বনের ভেতর দিয়ে ফিরছিল। বনের ছায়া-আলোয় সব কেমন রহস্যময় লাগছিল। ওরা নিজেদের মধ্যে কথ া বলছিল, হঠাৎই একটা মুরগীর ঠ্যাংয়ের বাঁধন খুলে মাটিতে পড়ল। আর পড়েই কক্ কক্ কোঁ কোঁ করে দে ছুট। পেছনে ওরাও ছুটছে। মুরগীটা তাড়া খেয়ে ডাইনে বাঁয়ে বাঁয়ে ডাইনে করে উড়ে গিয়ে একটা হালকা ঝোপের মধ্যে পড়ল। মুরগীটা ছুটতে পারছিল না। কেবল এদিকে ওদিকে দেখছিল।
কল্লোল হাতের ভেজা প্যান্টটা মাটিতে রেখে বলল, এবার ব্যাটাকে কব্জা করব। জামাটা খুলে হাতে নিল।
মহীতোষ কল্লোলের দিকে ফিরে বলল, রাম, রাম, এই সন্ধেয় একেবারে গোপাল।
মুরগীটা ঝোঁপের মধ্য থেকে গলাটা টান টান করে খাড়া করতেই কল্লোল জামাটা মুরগীর ওপর জালের মত ছুঁড়ল। চে াখ বুজে জামার ঢাকা পড়তে মুরগীটা হল্লা শু করল। তারা যে দশরথের ঘরের কাছাকাছি এসে গেছিল খেয়াল করল। লক্ষ্মী তখন বলল,সব দাঁড়িয়ে থাকুন আমি ধরে দিচ্ছি।
সে ঝোপের মধ্যে ঢুকে খপ্ করে গলাটা ধরল, কল্লোলের দিকে ফিরে জামাটা ওর হাতে দিল।
বাকী দুটো মুরগী লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে নবাণ বলল, কেমন করে রান্না করবে, পেঁয়াজ আদা লঙ্কা কতটা দেবে, কেমন করে ম াংসের গায়ে মশলা মাখাবে। বাইরে গেলে ও-ই গিন্নীপনা করে।

লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করল, আদা এনেছেন?
--হ্যাঁ।
--পেঁয়াজ?
--আছে, লঙ্কাও এনেছি।
--আপনারা বাংলোয় যান,আমি যাচ্ছি।
দশরথের বউ মুরগী তিনটে নিয়ে ঘরের দিকে গেল।
বাংলোয় ফিরে ভেজা জাঙ্গিয়া ছাড়তে ছাড়তে কল্লোল বলল, দশরথের বউ কিন্তু বেশ স্মার্ট। আমি ভেবেছিলাম লজ্জায় না ফেলে দেয়।
নবাণ বলল,গলার স্বরে বেশ একটা মিষ্টি ঝংকার আছে।
কল্লোল সায় দিল, ঠিক বলেছিস।
মহীতোষ বলল, বল না গলায় রবিশংকরের সেতারের একটা তার বসানো আছে।
কল্লোল বলল, মিথ্যে নয়।
মহীতোষ কল্লোলকে জিজ্ঞেস করল, দশরথের বউ যখন আপাদমস্তক তোর দিকে তাকাল, তোর কেমন লাগছিল?
--সত্যি বলব?
--হ্যাঁ।
--আমার বেশ শীত করছিল।
--ওর চোখ তোকে কামড় বসায় নি?
--একটুও না।
--পুরোটাই জল।
খানিকক্ষণ বাদে কল্লোল বলল, চায়ের কথা বলে আসি।
নবাণ বলল, এখন আবার চা কি খাবি? চায়ে গা গরম হবে না। আয় নিয়ে বসি। ফুর্তিও আসবে গাও গরম হবে। ম্যাকডোনালডের অ্যারিস্টোক্রাট।
মহীতোষ বলল, এতবড় একটা রাত যখন সব হবে, একটু রয়েসয়ে, রাত বাড়বে, নেশা চড়বে, ফুর্তির প্রাণ আমাদের।
লক্ষ্মী এল আদা পেঁয়াজ নিতে।
কল্লোল খাটিয়া থেকে উঠে গিয়ে থলে থেকে দশরথের বউর হাতে শসা আদা পেঁয়াজ তুলে দিয়ে বলল, চা করবে। আর সঙ্গে করে আদা পেঁয়াজ শসা কুঁচিয়ে এনো।
নবাণ বলল, সে-ই চা। আমাদের কথা ছিল সূর্য ডুবলে আর চা না।
কল্লোল বলল, তুই খাস না। আমি দু'কাপ খেয়ে নেব।
--পয়সা খরচ করে রাত জেগে এই জঙ্গলে এসেছি ফুর্তি করতে। এটা আমাদের মুত্তাঞ্চল, এই মুত্তাঞ্চলে কোথায় ফুর্তি করে মাতব, তা না।
কল্লোল বলল, সূর্য ডুবতে না ডুবতেই নিয়ে বসতে হবে। জঙ্গলে এসে মদ খাওয়ার সব গল্প শুনে শুনে তোর মাথাটা গেছে। কেন আমরা কি নিজের মত করে চলতে পারি না? একটা চিত্রনাট্য হাতে পেয়েছি তাই অনুসরণ করব? আমোদ-প্রমোদ কি এক রকম।
নবাণ বলল, বাতেলা দিস না। জঙ্গল ছেড়ে গেলেও একটা খসড়া চিত্র নাট্য থাকবে, অন্যদেরই তৈরি, তুই আমি গোটা জীবন তাই ফলো করব।
এক হাতে শসা আদা পেঁয়াজ প্লেট অন্য হাতে কেটলি নিয়ে দশরথের বউ এল। কেটলি থেকে কাপে কাপে চা ঢালল।
কল্লোল জিজ্ঞেস করল, মাংস কদ্দুর?
--চড়িয়েছি।
--ভাল করে বানাবে।

দশরথের বউ চলে যেতে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পুরনো কথার খেই ধরে কল্লোল বলল, আমরা কেন বিপ্লব করার সাধ কবর দিয়েছি। সেখানে কথাবার্তা চালচলন সব অন্যের নির্দেশে যেন তাসের দেশ। আমরা আমাদের মত চলাফেরা করব ফুর্তি ভাবব। জীবনটা আমার আর মর্জিটা অন্যের কেন? বিপ্লব জঙ্গল ছাড়াও আমাদের মাথায় রয়েছে অন্য এক মুক্ত াঞ্চল।

মহীতোষ বলল, তা বলে তুই যদি বলিস মাংসটা ভাতের মত করে রান্না কর, সেটা কি সম্ভব?

--যেখানে আমাদের ইচ্ছেটা বড়, সেখানে অন্যের ইচ্ছেয় চলব কেন? ইচ্ছেটাই বড়।

মহীতোষ বলল, দেখ ওসব স্বাধীন ইচ্ছে বা নিজের মর্জি এসব রং ছড়ানো বাতেলা মেরে অনেকে চমকেছে, কেউ আর ওতে চমকায় না। সত্যিকারের কিক্ যদি পেতে চাস--মুক্তাঞ্চলে যদি যেতে চাস আয়--

ম্যাকডোনালডের বদলে নবাণ হেওয়ার্ডস-এর বোতলটা খুলে বসে কাপে কাপে ঢেলে রেখেছিল। মর্জি মত চলতে চাস তো, তিনজনেই কাপে কাপে ঠেকিয়ে একসঙ্গে বল; ফুর্তি। ফুর্তি।

কল্লোল সঙ্গে তাস এনেছিল, বলল আয় ব্রে খেলি।

নবাণ বলল, বরং গান ধর।

মেজাজ আসুক বলে মহীতোষ মহুয়ার বোতলটা খুলল।

তাস দেয়া হয়ে গেল। মহীতোষ তার হাতের পাঁচটা তাস কল্লোলের হাতে দিতে গেলে, কল্লোল বলল, হাতের পাঁচটা ত াস বদল করলে, দুজন জেনে যায় কার হাতে ব্রে। বদল না করলে একজন। জানে তাস বদলের দরকার নেই।

মহীতোষ গলায় মহুয়া ঢেলে বোতলটা নবাণের দিকে বাড়িয়ে দিল।

নবাণ জিজ্ঞেস করল, কেমন?

--ভাল।

নবাণ গলায় ঢেলে বলল, পুরো ঢপ মারলি। মুখে দেওয়া যায় না। কষ, উগ্রগন্ধ।

কল্লোল বলল, আমি ওসব ছোঁব না।

মহীতোষ নবাণকে ধমকাল, আগে বললি না কেন?

ওরা আবার ঢক্ ঢক্ করে ঢালল কতটা, দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ।

--ভেতরে এসো।

দশরথের হাতে চীনামাটির বাটি, পেছনে লক্ষ্মী। হাতে প্লেট চামচ।

দশরথ মাংসটা হাত থেকে টেবিলে রাখল।

কল্লোল উঠে গিয়ে বাটির ঢাকনা খুলে চামচ দিয়ে একটা চামচ দিয়ে পিস তুলে মুখে পুরল।

মহীতোষ জিজ্ঞেস করল, কেমন?

কল্লোল প্লেটে করে এক পিস মহীতোষের দিকে, আর এক পিস নবাণকে বাড়িয়ে দিল।

মহীতোষ মাংসের স্বাদ নিয়ে লক্ষ্মীকে বলল, বাঃ তোমার রান্নার হাত আছে তো।

কল্লোল একটা প্লেটে খানিকটা মাংস ওদের দিল।

--এত কে খাবে?

--যা আছে তাই আমরা খাব না।

এরপর নবাণ সাতশ পঁচাত্তর মিলিলিটার বোতলের তিন ভাগের এক ভাগ কি তারও বেশি দিয়ে দিল।

আপনারা কি খাবেন?

আমাদের আছে। তুমলোক খাও পিয়ো জিয়ো/রাতভর মস্তি কর।

--আমি খাই না।

দশরথ খাবে।

--এত খেলে ভোর ভোর ঘুম ভাঙবে না। ভোরে ঝরনায় যাব আমরা।

--এখানে ঝরনা--কতদূর? কল্লোল জিজ্ঞেস করল।

--বেশি দূর না। আধা মাইল।
--আমিও যাব তোমার সঙ্গে।
--আপনাদের ঘুম ভাঙবে না--
--তুমি দুবার ঠক্ ঠক্ করো দরজায়--আমার ঘুম ভেঙে যাবে।
--আমি আমার মুরগী ছেড়ে দেব, ওরা দরজার এসে ডাকবে।
ওরা চলে যেতে নবাণ 'জয় কালী' বলে ফের আর একটা বোতল খুলল।
কল্লোল গলা মেলাল 'জয় জয় কালী'
মহীতোষ বলল, ফূর্তি ওরা দুজনেও বলল, ফূর্তি।
আবার দরজায় ঠক্ ঠক্,
কল্লোলের দিকে তাকিয়ে নবাণ, বলল, 'মা লক্ষ্মী' বোধ হয়।
কল্লোল গিয়ে দরজা খুলল। কেউ নেই, মস্ত চাঁদ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।
মহীতোষ বলল, চাঁদটাই তবে ঠক্ ঠক্ করেছে।
নবাণ বলল, ভৌতিক চাঁদ নাকি?
সবই কেমন ভৌতিক লাগছে, বাংলোটাও না? এই অনুভূতিটুকু চমৎকার। বলল কল্লোল।
ওরা ফের জলসায় মেতে উঠল। বাইরে ফাটাফাটি জ্যোৎস্না, মহীতোষ বলল, এইবন এখন আমাদের মুত্তাঞ্চল।
কল্লোল বলল, চল জঙ্গলে যাই।
নবাণ বলল, চাঁদ দেখলেই তোর বিভূতিভূষনাইটিস হয়।
ওরা সবাই গান ধরল।
এই সময় চাঁদটা জানলায় এসে দাঁড়াল।
মহীতোষ বলল, চাঁদটা ফুসলাচ্ছে না?
ওরা বারান্দায় এল।
মহীতোষ বলল, এ তো হাত বাড়ালেই পাব।
নবাণ বলল, ধর, রেডি ওয়ান টু থ্রি--
মহীতোষ লাফ দিতেই চাঁদ হাতে পেয়ে গেল।
আশ্চর্য, বলল নবাণ, তাহলে চাঁদ আমরাই বা পাব না কেন।
কল্লোল বলল, একে একে। নে ওয়ান টু থ্রি।
এক লাফ। নবাণ বলল, পেয়ে গেছি। আমরা চাঁদে, আয় কল্লোল।
চাঁদ এখন আমাদের, আর কারোর নয়, ওয়ান, টু, থ্রি,
কল্লোল লাফ দিতে গিয়ে বলল, ট্রাফিক বাধা দিচ্ছে--
--এই জঙ্গলে ট্রাফিক? এটা তো এখন আমাদের মুত্তাঞ্চল।
--সত্যি, নিউটনের মত মুখ।
মহীতোষ বলল, তুই থাক, কথা দিয়েছিস লক্ষ্মীকে--সকালে ঝরনায় যাবি, আমরা ঘুরে আসছি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com